দৈনিক
ইত্তেফাক
তারিখ 30 JUL 2007
পৃষ্ঠা ২৭ কলাম ১

২য় ডেফোডিল আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রোগ্রামিং কনটেস্ট

শীর্ষস্থানে বুয়েট

ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি'র কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত ২য় ডেফোডিল প্রোগ্রামিং কনটেস্টে সেরা সাফল্যের মুকুটে ভূষিত হয়েছে বুয়েট। শীর্ষ তিনটি স্থান সহ সেরা দশের ৪টি স্থানই দখল করে নিয়েছে বুয়েটের শিক্ষার্থীরা।

কম্পিউটার প্রোগ্রামিং-এ মেধা যাচাইয়ের সাথে সাথে প্রোগ্রামিং-এ শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ২য় বারের মতো অনুষ্ঠিত হলো ডেফোডিল আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার প্রোগ্রামিং কনটেস্ট। দেশের মোট ২৬টি সরকারী-বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৩টি টিম প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিটি টিমে ৩ জন করে শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। দীর্ঘ ৫ ঘণ্টা ব্যাপী এই কম্পিউটার প্রোগ্রামিং কনটেস্টে শিক্ষার্থীদের ৯টি করে সমস্যা দেওয়া হয় সমাধানের উদ্দেশ্যে। সর্বোচ্চ ৫টি সমস্যার সমাধান করে বুয়েটের ব্ল্যাক হ্যাটস টিম অর্জন করে নেয় প্রতিযোগিতার ১ম স্থান। প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার প্রধান বিচারক হিসেবে দায়িত্বপালন করেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ড. জাফর ইকবাল। তিন জন বিচারকের অন্য দু'জন হলেন বুয়েটের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ এবং সাউথ ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শাহরিয়ার মঞ্জুর। প্রতিযোগিতায় মিডিয়া পার্টনার ছিল 'দৈনিক ইত্তেফাক'।

ডেফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলনায়তনে প্রতিযোগিতার পর্ব শেষে বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী সমাপনী অনুষ্ঠান। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য প্রফেসর ড. তারেক [illegible]

[illegible] আয়োজন করা উচিত। আপনাদের মধ্যে কেউ যদি এ ধরনের জাতীয় পর্যায়ে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং কনটেস্টের আয়োজন করতে চায় তবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বলতে চাই। গ্লোবালাইজেশনের এই বিশ্বে যদি বাংলাদেশকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হয় তবে আমাদের দেশে তরুণ বিজ্ঞানীদের বা প্রতিভাদের খুঁজে বের করা আমার ব্যাপারে আরো উদ্যোগী হতে হবে। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন সবসময় আপনাদের পাশে থাকবে।

অনুষ্ঠানের সভাপতি, ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ সবুর খান তার বক্তব্যে বলেন, প্রোগ্রামিং কন্টেস্টে অংশগ্রহণকারী সকলকে আমার ভভেচ্ছা। এই ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্য হতেই দেশের প্রতিভা বিকশিত হবার সুযোগ পাবে বলে আমি মনে করি।

মোঃ সবুর খান

বাংলাদেশের কম্পিউটার ইন্ডাস্ট্রি এখনো সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয়ে উঠতে পারেনি। কারণ প্রয়োজনীয় দক্ষ প্রোগ্রামারের স্বল্পতা। আমাদের দেশে প্রচুর দক্ষ মেধাবী কম্পিউটার প্রোগ্রামার রয়েছে। কিন্তু তারা কিছুদিনের মধ্যেই বিদেশে ভাল চাকরির সুবিধা নিয়ে চলে যাচ্ছে। তাদের যথাযথ ট্রেনিং-এর মাধ্যমে চাকরিতে নিয়োগ দেওয়ার পরও ১/২ বছর পরে তারা বিদেশের [illegible] দেশের প্রতিভা [illegible] বলে প্রকাশ। [illegible] দুটি দেশ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। [illegible] বাংলাদেশ [illegible] ড. জাফর ইকবাল

বিভাগীয় প্রধান
কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগ
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা কম্পিউটার বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করছে তাদের প্রোগ্রামিং স্কীল বা এলগোরিদম স্কীল কতোটা ভাল হয়েছে তা নিরূপণ করা। এখানে যারা ভাল করতে চায় তাদের শুধু প্রোগ্রামিং জানলেই নয় ভালভাবে গণিত সম্বন্ধে ধারণা থাকতে হয়। বলা যেতে পারে কম্পিউটার বিজ্ঞানে যারা সবচেয়ে ভাল তারা এখানে ভাল করে। কম্পিউটার প্রোগ্রামিং-এ মেধা যাচাই করার উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের প্রোগ্রামিং-এ আগ্রহ তৈরি করার পাশাপাশি বেশি বেশি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা উচিত। এতে শিক্ষার্থীরা তাদের মেধার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারবে বলে আমি মনে করি। কম্পিউটার প্রোগ্রামিং বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে সেখানে দেশের সেরা প্রোগ্রামারদের টীম নিয়ে বাংলাদেশ অংশ নিয়ে থাকে। এসিএম প্রতিযোগিতার আগে এসিএম প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে বাংলাদেশে প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়ে থাকে। সেই প্রতিযোগিতায় যারা সবচেয়ে ভাল করে তারাই আন্তর্জাতিক এসিএম প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। দেখা গেছে প্রোগ্রামিং কনটেস্টে যারা অংশ নিয়ে থাকে তারা প্রত্যেকেই ভাল প্রোগ্রামার এবং তারা সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানসহ কম্পিউটার ইন্ডাস্ট্রির সব ক্ষেত্রগুলোতেই ভাল করে। এই জন্য আমি মনে করি প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা মানসিক বিকাশের সঠিক একটা ধাপ। প্রতিযোগিতায় ৬৩টি টীম অংশ নিয়েছে যা খুবই আশাপ্রদ এবং প্রতিযোগিতায় বিচারকদের মান আন্তর্জাতিক মানের। এখানে যারা ভাল করছে তাদের বিদেশে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার পাঠানোর খরচ নির্বাহ করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। দেশের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের খরচ সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় বহন করলেও আন্তর্জাতিক অঙ্গনের প্রতিযোগিতার খরচ নির্বাহে সরকারের সহযোগিতা করা উচিত। এ ছাড়াও বিভিন্ন প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জনকারীদের সরকার অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিপ্রদান পূর্বক সহযোগিতা করা উচিত যেন বাস্তব জীবনের জটিলতায় তাদের প্রতিভা নষ্ট না হয়ে যায়। বাংলাদেশে কঠিন বাস্তবতা হচ্ছে, জ্ঞাননির্ভর প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সরকার বা বেসরকারী বড় কোনো প্রতিষ্ঠান কখনো স্পন্সর করে না। কিন্তু তারা যে কোনো ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিপুল অর্থ স্পন্সর করে থাকে। প্রতিবছর আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় আমাদের মেধাবী ছেলেদের পাঠানোর [illegible]

নিজেদের আরো ভালভাবে প্রস্তুত করে নিতে সক্ষম হয়। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকেই মেধাবী এবং তরুণ হওয়ায় ভবিষ্যতে তাদের উজ্জ্বল বর্ণময় সম্ভাবনা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীরা যত বেশি মানসম্পন্ন প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় অংশ নিবে ততবেশী নিজেদের মেধাকে পরিণত করার সুযোগ পাবে বলে আমি মনে করি। কেননা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান পরবর্তীতে নিজেদের মেধাকে পরিণত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে থাকে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকলের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে বলতে চাই পরিশ্রমের মাধ্যমেই সাফল্য আসে, মেধার সাথে যখন পরিশ্রম যুক্ত হয় তখন সাফল্য জীবনে আসবেই।

দ্বিতীয় ডেফোডিল আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং কনটেস্টের আয়োজক ডেফোডিল আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিভাগের প্রধান ড. লুৎফর রহমান তার বক্তব্যে বলেন, ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি আয়োজিত এই প্রোগ্রামিং

ছাত্রলীগ নেতা হত্যাকাণ্ডের ২৬তম

মিছিলে হাজারো লোকের

মেধাবী ছাত্রনেতার ভবিষ্যৎ ধ্বংস

॥ দৈনিক (তেল) প্রতিনিধি ॥

তেল-নদী-মোহাবাদী

[illegible]